প্রথম আলো

26 DEC 2005

সম্পাদকীয়

শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ

তদন্ত করে পদক্ষেপ নিন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে জিন প্রকৌশল বিভাগে শিক্ষক নিয়োগে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। ১৯ ডিসেম্বর *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত এ প্রতিবেদনে প্রকাশ, যোগ্য প্রার্থীদের বাদ দিয়ে অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতাসম্পন্ন দুজন প্রার্থীকে ওই বিভাগের শিক্ষক পদে নিয়োগের প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত করা হয়েছে। এটা দুর্ভাগ্যজনক, নিন্দনীয় ও অগ্রহণযোগ্য। এভাবে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান ক্রমাগত নিম্নগামী হচ্ছে।

উল্লিখিত বিভাগে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞাপনের শর্ত অনুযায়ী, প্রার্থীদের জিন প্রকৌশল বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি বা উদ্ভিদবিদ্যায় অনার্স ও টিস্যুকালচার বিষয়টিসহ মাস্টার্স ডিগ্রির অধিকারী হতে হবে। আবেদনকারীদের তালিকায় এসব যোগ্যতার অধিকারী প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও তাদের বাদ দিয়ে এমন দুজনকে নেওয়া হয়েছে যাদের উদ্ভিদবিদ্যায় অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি আছে কিন্তু টিস্যুকালচার বিষয়টি তারা পড়েননি। তা ছাড়া তাদের তিনটি প্রথম বিভাগ/শ্রেণী রয়েছে, কিন্তু যাদের বাদ দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে এমন প্রার্থীও ছিলেন যার অন্যান্য যোগ্যতাসহ চারটি প্রথম বিভাগ/শ্রেণী রয়েছে এবং একাধিক জনের প্রকাশনাও রয়েছে। অভিযোগ উঠেছে দলীয় প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়ার স্বার্থেই এ অনিয়ম করা হয়েছে।

ঢাকা, রাজশাহী, সিলেট শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের প্রায় সব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান ক্রমাগত নিম্নগামী হওয়ার অন্যতম কারণ মেধা ও যোগ্যতা উপেক্ষা করে রাজনৈতিক বিবেচনায় শিক্ষক নিয়োগ। শিক্ষক-কর্মকর্তা নিয়োগে দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতির অনুশীলনও ব্যাপকভাবে চলছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুষ নিয়ে গণহারে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক দুর্নীতির মাধ্যমে গণনিয়োগের কেলেঙ্কারির মতো অনেক খারাপ দৃষ্টান্ত রয়েছে। এগুলো নিয়ে অভিযোগ উত্থাপন, সংবাদপত্রে তথ্য প্রকাশ হয়েই চলেছে। কিন্তু এগুলো বন্ধ করতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না বলে এসব প্রবণতা কমছে না, বরং দিন দিন বেড়েই চলেছে।

একটা সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন সুনাম ছিল যে একে অভিহিত করা হতো 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' হিসেবে। আজ সে বিশ্ববিদ্যালয়ের কী করুণ পরিণতি হয়েছে সে কথা বলাই বাহুল্য। সাংহাইভিত্তিক ইনস্টিটিউট অব হায়ার এডুকেশন পরিচালিত একাডেমিক র‍্যাঙ্কিং অব ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটিস ২০০৫ শীর্ষক জরিপে বিশ্বের ভালো ৫০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় স্থান পায়নি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গুণগত মানে ক্রমাগত পিছিয়ে যেতেই থাকবে যদি অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংস্কারের পাশাপাশি শিক্ষক নিয়োগে রাজনৈতিক দলপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি, অনিয়মের চলমান প্রক্রিয়া বন্ধ করার পদক্ষেপ নেওয়া না হয়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ তদন্ত করে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হোক।